যুগান্তর

টাঙ্গাইলে স্কুল হেলথ ক্লিনিক কাজে আসছে না

প্রকাশ : ১৮ মার্চ ২০১৮, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি

টাঙ্গাইল স্কুল হেলথ ক্লিনিক কোনো কাজেই আসছে না। আর এ স্কুল হেলথ ক্লিনিকে ঠিকমতো চিকিৎসক না থাকায় দিন দিন এ ক্লিনিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন বিভিন্ন স্কুলের শিশুদের অভিভাবকরা। টাঙ্গাইল মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রোহিতকে ঠাণ্ডাজনিত কারণে তার বাবা কয়েক দিন আগে বেলা ১১টার দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন স্কুল হেলথ ক্লিনিকে। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখেন চিকিৎসক নেই। এর আগেও দু'দিন গিয়েছিলেন তারা। তখনও দেখা মেলেনি চিকিৎসকের। কর্তব্যরত অফিস সহায়ক প্রথম দিন জানিয়েছেন চিকিৎসক জরুরি কাজে বাইরে, দ্বিতীয় দিন বলেছেন আসতে দেরি হবে। আর ২৬ ফেব্র"য়ারি জানিয়েছেন সিভিল সার্জন অফিসে মিটিংয়ে গেছেন। ফলে বাধ্য হয়ে তাদের যেতে হয়েছে বেসরকারি ক্লিনিকে।

ভুক্তভোগী অভিভাবকরা জানান, চিকিৎসকসহ প্রয়োজনীয় সব লোকবল থাকার পরও কোনো সেবা মেলে না এ প্রতিষ্ঠানে। ফলে সরকারি এ প্রতিষ্ঠানটি এখন নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্র জানায়, ছয় থেকে ১৫ বছর বয়সী স্কুলের শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা দেয়ার উদ্দেশ্যে টাঙ্গাইলসহ দেশের ২৩টি জেলা শহরে স্কুল হেলথ ক্লিনিক রয়েছে। প্রতিটি ক্লিনিকে দু'জন চিকিৎসা কর্মকর্তা (এমবিবিএস ডাক্তার), একজন ফার্মাসিস্ট, একজন মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ও দু'জন অফিস সহায়ক কর্মরত রয়েছেন। এদের দায়িত্ব সকাল ৮টা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত ক্লিনিকে আগত স্কুলশিক্ষার্থীদের প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা প্রদান করা। এছাড়া প্রতি সপ্তাহে দু-একটি স্কুল পরিদর্শন করে স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে অবহিত করাও এদের কাজ। কিন্তু সরেজমিন অন্তত দশ দিন টাঙ্গাইল স্কুল হেলথ ক্লিনিকে গিয়ে একদিনও কর্তব্যরত চিকিৎসক পাওয়া যায়নি। দিনের বিভিন্ন সময় গিয়ে অধিকাংশ সময় দেখা গেছে কেউ আসেনি স্বাস্থ্যসেবা নিতে। তবে কর্তব্যরত ফার্মাসিস্ট রণজিত কুমার বণিক জানিয়েছেন, তাদের ক্লিনিকে প্রতিদিন ২৫ থেকে ৩০ জন শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হয়। তাছাড়া প্রতি সপ্তাহে এ ক্লিনিকের চিকিৎসকরা বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শনে যান। টাঙ্গাইলের অন্তত দশটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা যায়, তাদের প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে কোনোদিন স্কুল হেলথ ক্লিনিক থেকে কেউ আসেননি। বিবেকানন্দ হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ আনন্দ মোহন দে জানান, তাদের প্রতিষ্ঠানে কখনই স্কুল হেলথ ক্লিনিকের কোনো চিকিৎসক আসেননি। স্বাস্থ্য বিভাগের নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক একাধিক কর্মকর্তা জানান, কোনো কার্যক্রম না থাকায় স্কুল হেলথ ক্লিনিক এখন নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। যেসব চিকিৎসকের প্রভাবশালী আত্মীয়স্বজন রয়েছে, তারা প্রভাব খাটিয়ে এখানে পদায়ন নেন। এটা স্বাস্থ্য বিভাগে এখন 'প্রাইজ পোস্টিং' হিসেবে পরিচিত। টাঙ্গাইলের সিভিল সার্জন ডা. শরীফ হোসেন খান যুগান্তরকে জানান, টাঙ্গাইল স্কুল হেলথ ক্লিনিকে কর্মরত দু'জন চিকিৎসকের মধ্যে একজন দীর্ঘমেয়াদি ছুটিতে আছেন। বাকি একজনের নিয়মিত অফিসে থাকার কথা।

কর্তব্যরত চিকিৎসক সঞ্চিতা মৈত্র জানান, তিনি নিয়মিতই অফিস করেন। তবে যখন সিভিল সার্জন অফিসে কোনো মিটিং থাকে, স্কুল পরিদর্শনে যান, সেই সময়টা তিনি থাকেন না।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : সাইফুল আলম, **প্রকাশক :** সালমা ইসলাম

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৮ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।